



66558 - তারাবীর নামাযে প্রারম্ভিক দোয়া (সানা) পড়া

প্রশ্ন

আমরা কিতাবীর নামাযে প্রত্যকে রাকাতদ্বয়রে প্রথম রাকাততে প্রারম্ভিক দোয়া (সানা) পড়ব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হ্যাঁ; তারাবী নামায ও অন্যান্য নফল নামাযে প্রত্যকে রাকাতদ্বয়রে প্রথম রাকাততে প্রারম্ভিক দোয়া পড়া শরিয়তরে বধিান। যহেতে এ সংক্রান্ত দলিলগুলোর বধিান সাধারণ:

কয়ামুল লাইল এর নামাযে প্রারম্ভিক দোয়া হসিবে পড়ার জন্য য়ে দোয়াগুলো উদ্ধৃত হয়ছে সেগুলো নমিনরূপ:

لا إله إلا الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) (তনিবার), اللهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) (তনিবার)

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

(উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার কাবরি, ওয়াল হামদু লিল্লাহ কাবরি, ওয়া সুবহানালাহি বুকরাতান ওয়া আসলি) (অনুবাদ: আল্লাহ সবচয়ে বড়, অতীব বড়। আল্লাহর জন্যই অনকে ও অজস্র প্রশংসা। সকালে ও বকালে আল্লাহর পবতি্রতা ও মহমিা ঘোষণা করছি।) এ দোয়া পড়ে জনকৈ সাহাবী নামায শুরু করলনে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: "আমি বস্মিয়াভূত হয়ে গেছি। এ দোয়ার কারণে আসমানরে দরজাগুলো খুলে গেছে।"

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

(উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাছীরান ত্বায়্যাবিন মুবা-রাকান ফীহি)

(অনুবাদ: আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা; অতলে, পবতি্র ও বরকত রয়েছে এমন প্রশংসা।) আরকে ব্যক্তি এ দোয়ার মাধ্যমে নামায শুরু করলে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: "আমি দখেছি য়ে, বারজন ফরেশেতা এটাকে গ্রহণ করে কে আগে এটাকে উপরে নিয়ে যাবে সে জন্য তাড়াহুড়া করছে।"

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَأَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ،

وَالسَّاعَةَ حَقًّا، وَالنَّبِيُونَ حَقًّا، وَمَحَمَّدٌ حَقًّا، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أُنْبِتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، أَنْتَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمَقْدِمُ، وَأَنْتَ الْمَوْخِرُ، أَنْتَ إِلَهِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

(উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা লাকাল হামদু আনতা নুরুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযা ওয়ামান ফীহিন্না। ওয়া লাকাল হামদু আনতা ক্বায়যমিস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযা ওয়ামান ফীহিন্না। ওয়া লাকাল হামদু আনতা মালকিস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযা ওয়ামান ফীহিন্না। ওয়া লাকাল হামদু, আনতাল হাক্কু, ওয়া ওয়া'দুকা হাক্কুন, ওয়া ক্বাওলুকা হাক্কুন, ওয়া লক্বা-উকা হাক্কুন, ওয়াল জান্নাতু হাক্কুন, ওয়ান না-রু হাক্কুন, ওয়াসসা'আতু হাক্কুন, ওয়ান নাবযিযুনা হাক্কুন, ওয়া মুহাম্মাদুন হাক্কুন। আল্লা-হুম্মা লাকা আসলামতু, ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু, ওয়াবিকা আ-মানতু, ওয়া ইলাইকা আনাবতু, ওয়া বিকা খা-সামতু, ওয়া ইলাইকা হা-কামতু। আনতা রাব্বুনা, ওয়া ইলাইকাল মাছরি। ফাগফরি লী মা কাদ্দামতু, ওয়ামা আখখারতু, ওয়ামা আসরারতু, ওয়ামা আ'লানতু, ওয়ামা আনতা আ'লামু বহি মনিনি, আনতাল মুকাদ্দমি ওয়া আনতাল মুআখখরি, লা ইলা-হা ইল্লা আনতা। আনতা ইলা-হী, লা ইলা-হা ইল্লা আনতা। ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিকা)।

(অনুবাদ: হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনার জন্ম। আসমানসমূহ, যমীন এবং এ দুটোর মাঝে যা কিছু আছে আপনিই সেগুলিকে আলোকিতকারী। আপনার জন্মই সকল প্রশংসা। আসমানসমূহ, যমীন এবং এ দুটোর মাঝে যা কিছু আছে আপনিই সে সবের পরিচালক। আপনার জন্মই সকল প্রশংসা। আসমানসমূহ, যমীন এবং এ দুটোর মাঝে যা কিছু আছে আপনিই সে সবের রাজা। আপনার জন্মই সকল প্রশংসা। আপনিই হক্ব। আপনার ওয়াদা সত্য। আপনার বাণী সত্য। আপনার সাক্ষাৎ লাভ সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। কয়ামত সত্য। নবীগণ সত্য। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য। হে আল্লাহ! আপনার কাছেই আত্মসমর্পণ করি। আপনার ওপরই ভরসা করি। আপনার প্রতি ঈমান রাখি। আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি। আপনার সাহায্যই বা আপনার জন্মই শত্রুর সাথে বিবাদে লিপ্ত হই। আপনার কাছেই বিচার পশে করি। আপনি আমাদের রব্ব। আপনার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। অতএব আমার পূর্বাপর গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিন। আমি গোপনে বা প্রকাশ্যে যা করছি ক্ষমা করে দিন এবং সে সব গুনাহও ক্ষমা করে দিন যা সম্পর্কে আমার চয়ে আপনিই ভাল জানেন। আপনিই অগ্রগামীকারী ও পশ্চাদগামীকারী। আপনিই আমার উপাস্য। আপনি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নই। আপনার সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনও উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনও শক্তিকারী নই।)

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

(উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা রব্বা জিব্রাইঈলা, ওয়া মীকাঈলা, ওয়া ইস্রা-ফীলা, ফা-তিরাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি, 'আ-লমাল গাইবি ওয়াশশাহা-দাত। আনতা তাহকুমু বাইনা ইবা-দিকা ফীমা কা-নু ফীহি ইয়াখতালফিুন। ইহদনী লমিখতুলফিা ফীহি মনিলা হাককি বিহয়নিকা ইন্নাকা তাহ্দী তাশা-উ ইলা- সরি-তমি মুস্তাকীম)।



(অনুবাদ: হে আল্লাহ! জবিরীল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের রব্ব। আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। গায়বে ও প্রকাশ্যে সর্ববিশিষ্টে জ্ঞানবান। আপনার বান্দাগণ যে সব বিষয়ে মতভেদে করত আপনহি তার মীমাংসা করবেন। সত্য কোনটি তা নিয়ে যসেব বিষয়ে মতভেদে রয়েছে সে সব ক্ষেত্রে আপনার ইচ্ছায় আমাকে সুপথে পরিচালিত করুন। নশ্চয় আপনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশবার তাকবীর দিতেন। দশবার আলহামদু লিল্লাহ্ উচ্চারণ করতেন। দশবার সুবহানাল্লাহ্ পড়তেন। দশবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়তেন এবং দশবার আসতাগফরিুল্লাহ্ পড়তেন।

তিনি দশবার বলতেন:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي

(উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগ ফরিলা, ওয়াহদনি, ওয়ারযুকনি, ওয়া আফনি)

(অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমাকে সুপথে পরিচালিত করুন। আমাকে রযিকি দিন। আমাকে নরািপত্তা দান করুন।)

তিনি আরও বলতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضَّيْقِ يَوْمَ الْحِسَابِ

(উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্ননি আউযু বকিা মনায় যক্বী ইয়ামাল হিসাব)

(অনুবাদ: হে আল্লাহ! হিসাবের দিনের সংকট থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই।)

তিনি তিনবার তাকবীর বলে বলতেন:

ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبْرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ

(উচ্চারণ: যুল মালাকুত, ওয়াল জাবারুত, ওয়াল কবিরিয়া, ওয়াল আযামা)

(অর্থ: যনি মহা প্রতাপ, বশিাল সাম্রাজ্য, মহা গটোরব-গরমিা এবং অতুলনীয় মহত্বেরে অধিকারী।)

দখুন: সফিাতু সালাতনি নাবয়িয (পৃষ্ঠা-৯৪, ৯৫)]